# শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া

## ইকবাল

*00046701*

8U1.66A12BEN
10G S

Lutfur Rahman Farooqui
Lectur r/Resea ch Associate
Da'wah Aca emy
Internat U ersity
!S A

10-6-96

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
LAHORE

# শিকওয়া

ও

# জবাব-ই-শিকওয়া

شکوہ و جواب شکوہ

## ইকবাল

অনুবাদ ॥ গোলাম মোস্তফা

ترجمہ: غلام مصطفیٰ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
46701
LAHORE

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১১৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ

ভাদ্র ১৪০১ ❑ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

প্রকাশক
রবিশঙ্কর মৈত্রী
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৫০০৪৭১

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ
সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস
৮/৮ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য ॥ পঁচিশ টাকা

ISBN-984-18-0114-X

# ভূমিকা

ইকবাল একদা স্বপ্ন দেখেছিলেন পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের। তাঁর এই স্বপ্নের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিল বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলমান জনসাধারণ। বাংলার মুসলমানের এই একাত্মতার কারণেই এক সময় ইকবালের স্বপ্ন অনেকটা বিকৃত রূপ নিয়ে হলেও বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল। অথচ এই ইকবালেরই কবিসত্তা ছিল অখণ্ড ভারতীয়ত্বের চেতনায় দীপ্তিমান। পাকিস্তান নামক এক উদ্ভট রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে বাংলার মুসলমানের কাছে ইকবাল নামটি হয়ে উঠেছিল বহুলভাবে শ্রুত এবং ইকবাল সম্পর্কিত চর্চা ছিল রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট। সে কারণেই এক সময় বাংলায় ইকবালচর্চা ছিল অবিরল ব্যাপার। তবে কবি ইকবাল-এর চেয়ে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল ছিলেন সেই আলোচনার প্রধান বিষয়। অথচ দার্শনিকতা ও কবিত্ব এই দুই কারণেই ইকবাল রবীন্দ্রনাথের মতই প্রাসঙ্গিক এই উপমহাদেশের মানুষের কাছে। তাই পাকিস্তানের চেতনামুক্ত এই বাংলাদেশে ইকবালের কবিত্ব ও দার্শনিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষিত বাঙালিমাত্রেরই কাম্য। না হলে অন্তত একজন মহৎ কবির ঋদ্ধিমান পৃথিবী থেকে বঞ্চিত থাকব আমরা।

ইকবালের জন্ম ১৮৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (প্রকৃত জন্মসাল নিয়ে প্রচুর বিবাদ রয়েছে। মতান্তরে ১৮৭৩, মতান্তরে ১৮৭৬। তবে অধিকাংশ গবেষক ১৮৭৭ সালকে তাঁর প্রকৃত জন্মসাল বলে গণ্য করেন) বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট শহরে। ইকবালের পূর্ণ নাম মুহম্মদ ইকবাল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহম্মদ ব্যবসা করতেন। নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও তাঁর বন্ধুমহল ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। ফলে ইংরেজি শিক্ষা সংক্রান্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি। পিতার বন্ধু শিয়ালকোট মারে কলেজের আরবি-ফারসি ভাষার অধ্যাপক সৈয়দ মীর হাসানের সান্নিধ্যের ফলে ইকবালের অনুরাগ জন্মে ফারসি ভাষার প্রতি। ১৮৯৫ সালে এফ এ পাশ করার পর ইকবাল ভর্তি হন লাহোর সরকারী কলেজে। এখানে তিনি ঘনিষ্ঠ হন আরবি ভাষা ও দর্শনের অধ্যাপক টি. ডাবলিউ. আরনল্ড-এর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকেও প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হন ইকবাল। ১৮৯৭ সালে বি এ পাশ করেন তিনি। এম এ পাশ করেন এর দুই বছর পর। ১৮৯৯ সালে লাহোরের আঞ্জুমানে হিমায়েতে ইসলামের এক সাহিত্য সভায় স্বরচিত কবিতা *'নালায়ে য়াতীম' (অনাথের আর্তনাদ)* পাঠ করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যিকারের অভিষেক ঘটে ইকবালের। কাব্যচর্চার প্রাথমিক যুগে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছিল গভীর স্বদেশ-প্রীতি। তাঁর এই সময়কার বিখ্যাত কবিতাগুলো হচ্ছে *হিমালয়, হিন্দুস্তাঁ হামারা, সদায়ে দর্দ* (ব্যথার প্রতিধ্বনি), *তসঙ্গীরে দর্দ (ব্যথার ছবি), তারানা-এ-হিন্দী (ভারত-সঙ্গীত), নয়া শিওআলা (নতুন শিবালয়), মেরা ওয়াতান ওহী হ্যায় (সে-ই আমার*

*স্বদেশ)।* *‘মাখজন’* পত্রিকায় প্রথম কবিতা *হিমালয়* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইকবাল কাব্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এই সময়ে রচিত কবিতাগুলোয় স্বদেশ–প্রেম ছাড়াও পাওয়া যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিশুদের প্রতি সহানুভূতি ও উচ্চ ভাবুকতার পরিচয়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সূত্রে এই সময় তাঁর কবিতায় ইংরেজ কবিদের প্রভাব পড়ে। ১৯৩০ সালে তাঁর লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে তিনি পাঁচ বছর ধরে জন মিল্টনের আদর্শে মহাকাব্য রচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

এম এ পাশ করার পর লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইকবাল। এরপর ১৯০৫ সালে তিনি য়োরোপে যান উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। ইংলন্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন তিনি। সেখানে দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক ড. ম্যাক টেগার্ট–এর সান্নিধ্য লাভ করেন। কেম্ব্রিজ থেকে পারস্য–দর্শন বিষয়ে দর্শন শাস্ত্রে এম এ ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি জার্মানির ম্যুনিখ শহরে যান। ম্যুনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি *Development of mataphysics in Parsia* নামে পারস্য–দর্শন বিষয়ে যে অভিসন্দর্ভ জমা দেন সে জন্য তাঁকে পি এইচ ডি ডিগ্রি দেয়া হয়। অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর বিদ্বৎসমাজে তাঁর কদর বাড়তে থাকে। তাঁর প্রতি আহ্বান আসতে থাকে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য। এ সময় ইসলাম সম্পর্কে তিনি ছয়টি বক্তৃতা দেন লন্ডনের কাক্সটন হলে। ইংলন্ডে অবস্থানকালে Lincon’s Inn থেকে ইকবাল ব্যারিস্টার হন। ইংলন্ডে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচ্যবিদ ড. এ. আর. নিকলসন–এর সঙ্গে। এই পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। প্রথম দিকে উর্দুতে কবিতা রচনা শুরু করলেও নিকলসনের উৎসাহে পরবর্তীতে ফারসি ভাষা হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাবের প্রধান বাহন। ইকবাল *আসরারে খুদির* এক জায়গায় লিখেছিলেন,

‘যদিও ভারতীয় ভাষা সুমিষ্ট ইক্ষুর মত
তবু সুমিষ্টতর ফারসি ভাষার ভঙ্গি।
সৌন্দর্যে তার অন্তর আমার হল আবিষ্ট
লেখনী আমার হল পল্লবের মত জ্বলন্ত কুঞ্জের।
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
শুধু ফারসিই হল এর বাহন।’

[ অনুবাদ : সৈয়দ আবদুল মান্নান ]

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পুনরায় উর্দু ভাষায় কিছু কবিতা লিখেছিলেন ইকবাল। তাঁর উর্দু কাব্যগুলো হচ্ছে : *শিকওয়া* (অভিযোগ) ১৯০৯, *জবাব ই শিকওয়া (অভিযোগের উত্তর)* ১৯১১, *বংগ ই দারা (ঘণ্টাধ্বনি)* ১৯২৪, *বাল ই জিবরিল (জিব্রাইলের ডানা)* ১৯৩৫, *যরব ই কালিম (মুসার লাঠি)* ১৯৩৬। আর ফারসি কাব্যগুলো হচ্ছে : *আসরারে খুদি* (আত্মার গান) ১৯১৫, *রমুজ ই বেখুদি (আত্মলোপের রহস্য)* ১৯১৮, *পয়জাম ই মাশরিক (প্রাচ্যের বাণী), যবুর ই আজম* (ডভিডের স্তোত্র) ১৯২৭, *জাবিদনামা (অমরলিপি)* ১৯৩২ ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত *আরমগান ই হিজাজ (হিজাজের অভিনব উপহার)।* কবিতার বইগুলো ছাড়া ইংরেজি গদ্যগ্রন্থ *The Reconstruction of Religious thought in Islam* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এ. আর. নিকলসনকৃত *আসরারে খুদির* অনুবাদ *Secrets of the self* ইকবালকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আদৃত করে। পাশ্চাত্ত্যে অবস্থানকালে তাঁর চৈতন্যে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত প্রণিধানযোগ্য :

> 'ইয়ুরোপ প্রবাসকালে তাঁহার ভাবরাজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এশিয়ার ভাবুকতার সহিত ইয়ুরোপের কর্মপ্রিয়তার যোগ সাধিত হয়। কিন্তু তিনি লোকোক্তির রাজহংসের ন্যায় ইয়ুরোপের মন্দ নীর ছাড়িয়া উত্তম ক্ষীরই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ইয়ুরোপের অন্ধ অনুকরণ ছাড়িয়া তাহার যাহা কিছু উত্তম, তাহাই গ্রহণ করেন। এখন হইতে তাঁহার কবিতায় স্থিতির নিন্দা ও গতির উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাই। ইয়ুরোপের আত্মগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনি বিশ্বাশ্লেষী আন্তর্জাতীয়তার মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। তিনি নিট্‌শের শয়তানিক Superman (আতিমানুষের) স্থলে ইসলামের ঐশ্বরিক 'মুমিনে'র (বিশ্বাসীর) জয় ঘোষণা করিতে থাকেন। ... তাঁহার দিব্য দৃষ্টি ইয়ুরোপের বাহিরের অসার তুষের মধ্যে তাহার ভিতরের সারশস্যকে লক্ষ্য করিয়াছিল।

তাঁর প্রতিভা বা ক্ষমতার পরিচয় এক কথায় দিতে গেলে বলতে হয় : একই সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রতিভাধর বাগ্মী, অসাধারণ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কূট রাজনীতিবিদ, একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ওযশস্বী আইনজ্ঞ, খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং শিল্পকলার সূক্ষ্ম সমালোচক।

ইকবালের কবিতায় একদিকে যেমন রয়েছে নম্র মিস্টিক চেতনা, অন্যদিকে রয়েছে তেমনই তীব্র স্বাদেশিক ভাবনার প্রকাশ। 'স্যারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' এই জনপ্রিয় গানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই নিবিড় দেশানুরাগ স্পন্দিত হয়েছে।

য়োরোপ ভ্রমণের পর সেখানকার জীবনযাত্রা দেখে পশ্চিমী জড়বাদে আস্থা হারিয়েছিলেন তিনি। শক্তিপ্রমত্ত য়োরোপই তাঁকে ক্রমান্বয়ে 'খুদি' তথা 'আত্ম-উদ্বোধনের' ব্রতে দীক্ষিত করে তোলে। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল : প্রাচ্যদেশ থেকে প্রচারিত ইসলামের আদর্শ পৃথিবীতে আবার মৈত্রী ও মুক্তির মন্ত্র ফিরিয়ে আনবে।

ইকবালের রচনা উর্দু গজলের ক্ষেত্রে নতুন গতির সঞ্চার করেছে। উর্দু গজল একসময় ছিল কেবল সূক্ষ্ম প্রেমভাবনার বাহন ; ইকবালের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সেই গজলে প্রতিফলিত হতে শুরু করে সমকালীন সমাজ ও জীবন।

ইকবালের সমগ্র কাব্য নিবিষ্টভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মূল উৎস হচ্ছে তাঁর দার্শনিকতা। *শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া* তাঁর দুই বিখ্যাত কাব্য। এর মধ্যে শিকওয়া অনেক বেশি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইকবালের কাব্যদর্শনের মূল সুর পথ খুঁজে পেয়েছিল *শিকওয়ার* মধ্যে। ইকবালের কাব্যদর্শনের মূলকথা : মানুষের জীবনের মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তাকে অনুসরণ করতে হবে শক্তি ও সাহসের আদর্শকে। ইকবালের মতে মানুষের জীবনের উচ্চতম ও মহান লক্ষ্যটি হচ্ছে মানবতার সেবা। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবতার সেবা করার এবং মানব জীবনের সকল বৈষম্যকে বিতাড়ন করার সর্বোত্তম উপায় ইসলামের পথে চলা।

একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ইকবালের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায়—

> বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও মুক্তি, ইকবালেরও তাহাই কাম্য ছিল। বঙ্কিমের স্বদেশ ছিল বাঙ্গালাদেশ আর তাঁহার স্বজাতি ছিল বাঙ্গালী হিন্দু। ইকবালের স্বদেশ সমস্ত ইসলাম জগৎ আর তাঁহার স্বজাতি বিশ্বের মুসলমান।

সেজন্যেই বঙ্কিম লিখেছেন :

বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

আর ইকবাল লিখেছেন *তরানা* বা *জাতীয় সঙ্গীত*

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হায় হম্, অতন হায় সারা জাহাঁ হামারা
(আরব আমাদের, চীন আমাদের, হিন্দুস্তান, আমাদের
আমরা মুসলিম, বিশ্বজগৎ আমাদের বাসস্থান।)

ইকবালের ইসলাম সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ইসলাম নয়, তাঁর ইসলাম বিশ্বমানবিক সত্তার ইসলাম। ইকবাল বিশ্বাস করতেন 'দেশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, অভিজাত–অন্ত্যজ, ধনিক–শ্রমিক, সভ্য–অসভ্য ইত্যাদি সব ভেদগণ্ডী দূর করে ইসলাম এক বিশ্বভ্রাতৃসমাজ গঠন করতে পারে। মার্কসবাদীর যেমন স্বপ্ন ছিল কমিউনিজম দ্বারা বিশ্বমানবসমাজ গড়া তেমনি ইকবালের স্বপ্ন ছিল ইসলামের দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃসমাজ গড়া। *শিকওয়া* এবং *জবাব ই শিকওয়া* এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত। *শিকওয়া* এবং *জবাব ই শিকওয়ার* মূল কথা ইসলামের পথ থেকে দূরে যাওয়া হচ্ছে মানুষের পতনের কারণ। সত্যিকারের ইসলামের অনুসরণ করার মধ্যেই মানুষের মুক্তি।

বাংলায় ইকবালের যে কটি কাব্য অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে *শিকওয়া* ও *জবাব ই শিকওয়া* অনূদিত হয়েছে সবচেয়ে বেশিবার। *শিকওয়া* ও *জবাব ই শিকওয়ার* কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক হচ্ছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, মনিরউদ্দীন ইউসুফ। এর মধ্যে গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭—১৯৬৪) অনুবাদ ছন্দময়তা, বাণীরূপের স্বচ্ছতা এবং প্রাঞ্জলতায় অসাধারণ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র আওতায় গোলাম মোস্তফার অনুবাদকে প্রকাশ করা হল। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে ইকবাল রচিত কাব্যের অনুবাদসহ গোলাম মোস্তফার গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য হয়ে আছে। এই প্রেক্ষিতে ইকবালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম এবং গোলাম মোস্তফার উল্লেখযোগ্য এই অনুবাদকর্মটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইকবালের কাব্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসাবে অভিহিত *আসরারে খুদির* সৈয়দ আবদুল মান্নানকৃত অনুবাদও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র আওতায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে।

**আহমাদ মাযহার**
৩৩৫ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ঢাকা ১২০৫

# শিকওয়া ও জবাবই শিকওয়া ঃ একটি মূল্যায়ন

## গোলাম মোস্তফা

মহাকবি ইকবালের কাব্য-দিগন্তে 'শিকওয়া' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়া' দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। কবিতা দু'টির প্রেরণা ও পরিকল্পনা অদ্ভূত সুন্দর। এমন কালজয়ী ও রসোত্তীর্ণ মৌলিক কাব্য-সৃষ্টি এ যুগে অত্যন্ত বিরল।

'শিক্ওয়া'র বিষয়বস্তু মূলত অধঃপতিত মুসলিম জাতির জন্য আল্লার দরগায় মুনাজাত। কিন্তু অভিমানী কবি অন্য সকলের মত অশ্রুসিক্ত নয়নে আল্লার নিকট করুণা 'ভিক্ষা' করেননি; তিনি করেছেন করুণার 'দাবী'। আল্লার কোর্টে আল্লার বিরুদ্ধেই তিনি নালিশ এনেছেন! কেন তুমি করুণা করবেনা? কেন তোমার দান হতে আমরা বঞ্চিত হব? আমরা তোমার জন্য এত করলাম তার প্রতিদান কি এই লাঞ্ছনা, এই অনাদর, এই অপমান? তোমাকে আগে কে চিনিত? কে মানত? আমরাই ত যুগে যুগে তোমার বাণী বহন করে ফিরছি। তোমার জন্য ঝাঁপ দিয়েছি! এত করেও তার পরিণাম -ফল এই! - এমনই অভিনব বিপ্লবী ভঙ্গিতে কবি তাঁর ফরিয়াদ পেশ করেছেন। কবিতাটি কিরূপ জোরালো এবং বাচন-ভঙ্গি কিরূপ তীক্ষ্ম, দুই একটি নমুনা দেখলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন ঃ

দৃষ্টান্ত

'ক্ষতিই কেন সইব বল? লাভের আশা রাখব না?
অতীত নিয়েই থাকব বসে? ভবিষ্যৎ কি ভাবব না?
চুপটি করে বোবার মতন শুনব কি গান বুলবুলির?
ফুল কি আমি? ফুলের মতই রইব নীরব-নম্রশির?
কণ্ঠে আমার অগ্নিবাণী! সেই সাহসেই আজকে ভাই
খোদার নামে করব নালিশ! মুখে আমার পড়ুক ছাই!"

তারপর কবি এক এক করে তার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দিয়েছেন। সেই সব যুক্তি- প্রমাণ কাব্য-রস হয়ে এক এক স্থানে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে ঃ

"অজুদ তোমার মজুদ ছিল আযল্ থেকেই সে নিশ্চয়
কিন্তু ছিলে সমীর-হারা গুলেবাগে ফুল যেমন রয়!
ইন্সাফেরই দোহাই দিয়ে শুধাই তোমায় - কও আমায়
খুশ্ -বু তোমার ছড়াত কে না এলে এই প্রভাতি-বায়?"
"বলতে পার ঃ এই দুনিয়ায় নিত কি কেউ তোমার নাম?
মুসলমানের বাজুর জোরেই করলে হাসিল্ সেই সে কাম!"
"রত্ন-মাণিক হতই যদি মোদের কাছে খুব দামী,
বুৎ না বেচে বুৎ-শিকানির নিলাম কেন বদনামী?"
"তোমার সভায় কথা বলার নাইক যাদের যোগ্যতাই
পাচ্ছে তারাও ধন-দৌলৎ ! বেশ ত! তাতেও দুঃখ নাই!

কিন্তু একী! কাফিররা পায় এই ধরাতেই 'হুর-কসুর'
মুসলমানের বেলায় শুধুই ওয়াদা হুরের-স্বর্গপুর!"

এমনি ফরিয়াদে 'শিক্‌ওয়ার' আগাগোড়া ভরপুর!

"জবাব-ই-শিকওয়াও" তুল্যরূপে অদ্ভুত সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী। এই কবিতায় আল্লাহ কবির 'শিক্‌ওয়া'র জবাব দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে কেন পূর্বের ন্যায় এখন আর করুণা করা হয়না, তার নানা কারণ ও যুক্তি দেখিয়ে আল্লাহ আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। মুসলমানদের অধঃপতনের যে-সব কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন, সেগুলি গভীরভাবে সত্য! মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের এ যেন একখানি নিখুঁৎ আলেখ্য! তখনকার চিত্র চমৎকার!

"আকাশ -বুড়ো সে চমকিয়া কয় ঃ কার কথা শুনি এইখানে
তারারা কহিল ঃ তাই ত! দেখত উপর-তলার আসমানে।
চাঁদ কহে ঃ হাঁ! হাঁ! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক! তারি এ স্বর!
কয় ছায়াপথ ঃ আমাদেরই মাঝে লুকালো কি সেই ধূর্ত নর!
রিদওয়ানই শুধু চিনিল আমারে আমার করুণ কান্নাতে
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন- ছাড়িনু যেদিন জান্নাতে!

এমনই ভাবে কবির ফরিয়াদ যখন আল্লার আরশে গিয়ে উপস্থিত হল, তখন আল্লাহ কথা বলতে বাধ্য হলেন। তিনি এক এক করে 'শিক্‌ওয়ার' জবাব দিলেন। সে জবাবের ধরন এরূপ ঃ

"দান-ভান্ডার খোলাই ত মোর সে-দান নেবার সায়েল কই?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ-চলা সেই পথিক কই?"
"বুৎ-ভাঙা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী যারা তারা গড়িছে বুৎ
ইব্রাহিমের ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে- কী অদ্ভুত!"
"কী বলিলে তুমি? মুসলমানের 'হুর' - সে শুধুই 'ওয়াদা' সার?
কান্না যতই করুণ হোক না- থাকা চাই কিছু যুক্তি তার!
শাশ্বত মোর আইন-কানুন, শাশ্বত মোর নীতি-বিধান
কাফির যখন মুসলিম হয়- সেও পাবে হুর এক-সমান!
তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হুর-কসুর'?
মুসাই ত নাই! 'তুর' পাহাড়ে ত তেমনি করিয়া জ্বলিছে নূর!"

এই ধরনের বহু যুক্তি দেখানোর পর আল্লাহ কবিকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন ঃ

"জ্ঞান হোক্ তব বর্ম, প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের
ওরে বেখেয়াল! জানোনা কি- তুমি খলিফা আমার মাখ্‌লুকের?
অগ্নিবাণী সে তক্‌বীর তব, উচল করিবে সারা জাহান
মুসলিম হলে 'তদ্‌বীরই' তব হইবে 'তক্‌দীরের' সমান।
মুহাম্মদেরে ভালোবাসো যদি, ভালোবাসা পাবে তবে আমার
"লউহ-কলম' লভিবে তোমরা- মাটির পৃথিবী সে কোন্ ছার!"

এমনই কাব্য-ভঙ্গিতে সওয়াল-জবাব শেষ হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রার্থনার এই আঙ্গিক সম্পূর্ণ অভিনব এবং হৃদয়গ্রাহী।

### বিদ্রোহের সুর?

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে ঃ 'শিকওয়া'য় বিদ্রোহের সুর বিদ্যমান। কবি এমন অনেক কথা বলেছেন যা সাধারণ বিচারে ধর্মদ্রোহিতা বা খোদাদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। 'শিক্ওয়া' কবিতা প্রকাশ হলে ধর্মনিষ্ঠ অনেক মুসলমান কবির প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবি আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনই বিদ্রোহের বাণী শুনাননি। এ বিদ্রোহ আসলে "বিদ্রোহ" নয়- গভীর খোদা-প্রেম ও প্রজ্বলন্ত ঈমান হতে এ বিদ্রোহ উৎসারিত। এটাকে তাই 'বিদ্রোহ' না বলে 'অভিমান' বলাই সঙ্গত। সাধারণ লোকে এ সত্য সহজে উপলব্ধি করতে পারে নাই। 'শিক্ওয়ার' প্রতিক্রিয়া দেখে কবি যখন "জবাব -ই-শিক্ওয়া" লিখলেন, তখন লোকে জানতে পারল' 'শিক্ওয়া'র সাচ্চা পরিচয়। "জবাব-ই-শিক্ওয়ায়" কবি আল্লার মুখ দিয়ে তাই ঠিকই বলেছেনঃ

"শিক্ওয়া' এ নয়- প্রশস্তি মোর- এমন বাচন-ভঙ্গী তার<br>
মানুষ এবং খোদার মাঝারে রচিয়াছ সেতু চমৎকার!"

সত্যি, আল্লার সাথে মানুষের যোগস্থাপনার এ এক অভিনব পন্থা!

### কাব্যের আলোকে

অনেকের মনে অহেতুক একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, ইকবাল যত বড় দার্শনিক, তত বড় কবি নহেন। দার্শনিক হওয়াতেই তাঁর কবি-প্রতিভা না-কি ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দার্শনিক হলে কবি না হতে পারে, কিন্তু কবি অনায়াসে দার্শনিক হতে পারে। বরং এ কথাই সত্য যে, যে-কবি দার্শনিক নয়, সে-কবি কোন বড় কবি নয়। কাজেই, ইকবাল যদি দার্শনিক কবিই হয়ে থাকেন, তবে সে তাঁর দোস নয়- গুণ। আলোচ্য "শিক্ওয়া" ও "জবাব-ই-শিক্ওয়া" কবিতা হতেই প্রমাণিত হবে ঃ দর্শনের পটভূমিকায় কাব্য কত গভীর, মর্মস্পর্শী ও মনোরম হতে পারে।

ইকবাল সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ শোনা যায় ঃ তার সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতি ইসলাম ও মুসলমান জাতিকে আশ্রয় করে আছে; কাজেই তাঁর কাব্যে বৃহত্তর মানবতার (humanism) আবেদন নেই। এ অভিযোগও সম্পূর্ণ অলীক ও উদ্ভট। রস ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের কোন প্রশ্ন নেই। কাব্যে, সাহিত্যে বা শিল্পে ব্যক্তি বড় কথা নয়-ব্যক্তি এখানে নৈর্ব্যক্তিক হয়, বিশেষ এখানে নির্বিশেষ হয়; আত্মসত্যই বিশ্বসত্যে রূপান্তরিত হয়। কাজেই ইসলাম সম্বন্ধে বা মুসলমান জাতি সম্বন্ধে কিছু বললেও তা জীবন, জগৎ এবং মানবতা সম্বন্ধেই বলা হয়। বিদগ্ধজনেরা জানেন, ইকবালের মূল কাব্য-প্রেরণা এসেছে কুরআন হতে. কুরআন কোন অলীক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মগ্রন্থ নয়। গোটা মানব জাতির কল্যাণ ও পথপ্রদর্শনের জন্যই কুরআন শরীফের অবতারণা। মানুষের নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গঠন ও পরিচালন করাই কুরআন শরীফের মূল লক্ষ্য। একমাত্র কুরআনই শুনিয়েছে বিশুদ্ধ মানবতার কথা, অনন্ত জীবনের কথা,- মানুষের অন্তহীন শক্তি ও সম্ভাবনার কথা। বস্তুত কুরআনই হচ্ছে একমাত্র বিশ্বগ্রন্থ যার মধ্যে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথ খুঁজে পেতে পারে। ইকবাল যদি সেই চিরন্তন মানবতার উৎস-মুখ হতেই প্রেরণা লয়ে কাব্য রচনা করে থাকেন তবে অন্যায় কিছু করেছেন কি? কুরআন যদি 'ইসলামী' হয়েও বিশ্বজনীন হতে পারে, তবে ইকবাল কাব্যও বিশ্ব-মানুষের কাব্য হতে পারে। মুসলমান বা ইসলামের প্রসঙ্গ আছে বলেই

তাঁর কাব্য মানক-গন্ডির বাইরে চলে যায়নি। এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় ঃ কবির সৃষ্টিতে দোষ নেই, দোষ আছে পাঠকের দৃষ্টিতে!

আমাদের মধ্যে একটা জঘন্য হীনমন্যতা আছে। আল্-কুরআন হতে আমাদের কবি -সাহিত্যিকেরা কোন উপকরণ বা প্রেরণা নিতে চাননা। অথচ অমুসলমানেরা অনায়াসে তার মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পায়। মহাকবি গ্যেটে এই কুরআন সম্বন্ধেই বলেছেনঃ

"You see this teaching (of the Holy Quran) never fails: with all our systems wded cannot go and generally speaing. no man can go. farther than that."

শুধু তা-ই নয়, গ্যেটে 'প্রতীচ্য-প্রচ্য দিওয়ান" (West-Eastern Diwan) নামক কাব্য-গ্রন্থ লিখে যশস্বী হয়েছেন। তাতে আল্লাহ, মুহম্মদ, ফিরিশতা, হুর ইত্যাদির বিবরণ আছে। মহাকবি দান্তে (Dante) তাঁর "ডিভাইন কমেডি"র প্রেরণা লাভ করেন কুরআন হতে। কবি Ezra Pound কুরআন শরীফের সূরা "আল-আরাফ'-এর ছায়া অবলম্বনে 'Al-Araaf' কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। আল্লার ৯৯টি নামের উপরে ৯৯টি কবিতা সম্বলিত সুন্দর গ্রন্থ' "পারল্স্ অফ ফেথ" (Pearls of Faith)-এর রচয়িতা হচ্ছে খ্যাতনামা ইংরাজ মনীষী Sir Edwin Arnold. এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সা'দী, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম - এরা ত ইসলামী আঙ্গিকে ইসলামী উপাদান নিয়েই কাব্যসৃষ্টি করে গেছেন। সেগুলি কি বিশ্বসাহিত্য হয় নি? তাদের মধ্যে কি মানবীয় আবেদন নেই?

ধর্ম ও ঐতিহ্য- ভিত্তিক হলেই যদি কাব্য মারা যায়, তবে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি T. S. Elliot-কে কী বলা যাবে? তিনি ত ধর্মে একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক! তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাই ত ঐতিহ্যবাহী।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই বা কী বলা যাবে? তাঁর সমস্ত কাব্য ও দর্শনের উৎসমুখ হচ্ছে উপনিষদ। হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস হতেই তিনি তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, অহল্যা, উর্বশী, মেনকা, শিবাজী সমস্ত ত সাম্প্রদায়িক। অথচ 'উর্বশী' বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম, শেকসপিয়র-প্রত্যেকের সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। প্রত্যেকই অল্প-বিস্তর সাম্প্রদায়িক; অথচ এঁদের সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য।

বস্তুত জগতের কোন কবি, কোন শিল্পীই এই চিরন্তন রীতি ও নীতির ব্যতিক্রম নন। প্রত্যেক শিল্পীই আপন মনের মাধুরী মিশে তাঁর শিল্পকে রচনা করেন। আবেষ্টনকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-সৃষ্টিই সম্ভব নয়। শিল্পের পূর্ণ-বিকাশের পথে আবেষ্টন বা গন্ডি-সংকীর্ণতা কোন বাধাও সৃষ্টি করে না। একটি 'এটম' ই সমগ্র জগতের প্রতিনিধিত্ব করে। গোষ্পদের বুকেই আকাশের চন্দ্র-সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়। 'ম্যাডোনা'র মাতৃমূর্তি বা 'মনালিসা'র স্নিগ্ধ হাসি খৃষ্টানী গন্ডি অতিক্রম করে আজ তাই বিশ্বের সম্পদ হতে পেরেছে।

অতএব এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হচ্ছি যে, ইকবাল-কাব্যে ইসলামী রূপ ও রস বিদ্যমান থাকলেও তা মানবীয় উপাদানে পূর্ণ এবং বিশ্ব-সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। ইসলামী রূপ-সজ্জায় কাব্য কত সুন্দর হতে পারে, তার প্রমাণস্বরূপই আমরা 'শিকওয়া' ও জবাব-ই-শিকওয়া' কবিতা দুইটি উপস্থাপিত করছি। বিপক্ষ দলকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি ঃ কাব্যের কষ্টিপাথরে রীতিমত যাচাই করেই তাঁরা দেখুন এই দু'টি কবিতার কাব্য-মূল্য কত।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শব্দ-সঙ্গীতে, দার্শনিকতায়, চিন্তার মৌলিকতায়, অনুভূতির গভীরতায়, উপমার চমৎকারিতায়, কাহিনী-সৃষ্টির নিপুণতায় ( myth-making power) এবং ঐতিহ্যের প্রয়োগ-কুশলতায় কবিতা দু'টির তুলনা নেই।

## দর্শনের আলোকে

কবিতা দু'টির পশ্চাদভূমিতে গভীর দার্শনিক সত্য নিহিত আছে। 'শিকওয়া' কবিতা কোন অবস্থার মধ্যে লেখা হয়, তা-ই প্রণিধানযোগ্য। সমগ্র মুসলিম-জাহান তখন বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চারদিক হতে তাকে ঘিরে ধরেছে। যে যেরূপে পারছে, সেই রূপেই এক একটি মুসলিম রাজ্য গ্রাস করে চলছে। মুসলিম জাতি তার পূর্বের মনোবল হারিয়েছে। ইকবাল দেখলেন, এই অবসাদগ্রস্ত কর্মবিমুখ জাতিকে জাগাতে হলে তার অতীতের সমস্ত গৌরব ও মহিমার স্মৃতি তার মনে জাগাতে হবে। ঐক্য, সংহতি ও মনোবল জড়াবার পক্ষে জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব গাঁথার আবেদ অত্যন্ত প্রবল। ইকবাল তাই মুসলমানের সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন জাগান। 'শিকওয়া' কবিতা পাঠে তুমুল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল। আল্লার শানে গোস্তাখি করা হয়েছে বলে একদল গোঁড়া মুসলমান ইকবালের উপর রুষ্ট হলেও সাধারণ সমাজ কিন্তু কবিতাটিকে অভিনন্দিত করল। সমস্ত দোষ খোদার ঘাড়ে চাপিয়ে মুসলমানরা নিশ্চেষ্ট বসে থাকবার একটা মওকা পেল! তারা বসে খাবে, এই ত ছিল তাদের অন্তরের কামনা। তাদের কবি সেই কামনারই প্রতিধ্বনি করেছেন। কাজেই কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কিন্তু সাধারণ সমাজ কবিকে ঠিক বুঝতে পারেনি। 'শিক্ওয়া' কবিতার ভেতরে একটা অন্ধ অদৃষ্টবাদের সুর আছে, জীবন-যুদ্ধ হতে পশ্চাদপসরণের (escapism) ভঙ্গী আছে। শক্তিবাদের কবি ইকবাল সে দর্শনকে প্রচার করবেন? তিনি তা করতে পারেন না। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে সম্মুখের পানে অগ্রসর হতে হবে-তাই ত ইকবালের পয়গাম! এই পয়গাম অতি সুন্দর আর্টিস্টিক আঙ্গিকে তিনি মুসলমান জাতির প্রাণের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন। 'শিক্ওয়ায়' কবি তাঁর প্রাণের কথা কিছুই বলেন না, সে কথা গোপন রেখে মোহগ্রস্ত মুসলমানেরা কী ভাবে, তারই একটা সুন্দর চিত্র তিনি এঁকেছেন। তারপর "জবাব-ই-শিকওয়ায়" আল্লার মুখ দিয়ে তিনি সেই শক্তিমন্ত্র মুসলমানের কানে দিয়েছেন। "জবাব-ই-শিক্ওয়ার" মূল যুক্তিই হল ঃ আল্লহ্ পূর্বের মতই পরম দাতা ও দয়ালু আছেন : কিন্তু মুসলমানেরা তাঁর দান-গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়েছে। মুসলমানেরা যদি শক্তি-সঞ্চয় করে জ্ঞানে-গুণে সজ্জিত হয়ে আবার বিশ্বের বুকে উন্নত-মস্তকে দাঁড়াতে পারে, তবে সমস্ত জগৎ আবার তাদের পায়ে লুটে পড়বে। যারা শক্তিহীন, তারা করুণা লাভেরও অযোগ্য।

এই বাণী কি বিশ্বজনীন্ নয়? এ কি শুধুই মুসলমানের জন্য সুনির্দিষ্ট? কিছুতেই নয়। জগতের সকল অনুন্নত ও অবসাদগ্রস্ত জাতির প্রতিই এ বাণী সমানভাবে প্রযোজ্য।

### অনুবাদ

ইকবাল 'শিক্ওয়া' ও 'জবাব-ই- শিক্ওয়া' কবিতা দু'টি রচনা করেন বলকান-যুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯১১)। মুসলিম জাতির চরম দুর্দিনে গভীর নিরাশার মধ্যে 'শিক্ওয়া' কবিতার জন্ম। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি সুন্দর চিত্র পাঠক দেখতে পাবেন এই পুস্তকের ভূমিকায়।

কবিতা দু'টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'শিকওয়ার' সর্বপ্রথম বাংলা তরজমা করেন (যতদূর মনে পড়ে) কলিকাতা বেকার হোস্টেলের জনৈক দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র। নাম ছিল তার

এ-এইচ কলিমুল্লাহ। অনুবাদটি 'সাহিত্যিক' মাসিক -পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (১৯২৮?) এর কিছুদিন পরে মরহুম আশরাফ্ আলী খান 'শিকওয়ার' একটি ভাবানুবাদ প্রকাশ করেন (১৯৩১?)। জনাব মোহাম্মদ সুলতানের 'শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। এতদ্ব্যতীত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জনাব মীজানুর রহমান এবং আরও কয়েকজন তাঁদের অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন।

এতগুলি অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও আমি কেন আর একটি অনুবাদ বাড়ালাম, তা আমি নিজেই বুঝি না। এর গূঢ় কারণ হয়ত এই ঃ অনেকেরই যখন আছে, আমারও আছে। আমার বৈশিষ্ট্য হল ঃ মূলে যেমন ছয় পংক্তিবিশিষ্ট স্তবক আছে, আমারও সেইরূপ আছে এবং পত্যেক লাইনের ভাব ও তাৎপর্য আমি প্রত্যেক লাইনে রাখতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফলকাম হয়েছি পাঠক তা বিচার করবেন।

ছন্দ-নির্বাচনেরও আমার কিছু বিশেষত্ব আছে। 'শিকওয়ার' অভিযোগ মানবীয়; কাজেই এর অনুবাদে আমি স্বরবৃত্ত চটুল ছন্দ ব্যবহার করেছি। কিন্তু 'জবাব-ই-শিকওয়ার' অনুবাদে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ছন্দের আশ্রয় লইয়াছি, কারণ সেখানে আল্লাহ কথা বলছেন। আমার অনুবাদ মূলের সঙ্গে এবং অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এর বৈশিষ্ট্য বোঝা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি -

**'শিকওয়া'র প্রথম স্তবক**

(মূল)

کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں؟
فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں
نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں
ہمنوا ! میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں
جرات اموز مری تاب سخن ہے مجھ کو
شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو

আশ্‌রাফ আলী খানের অনুবাদ ঃ

"সর্বহারা চিত্ত আমার এই কথাটি বলতে চাহে
নোক্‌সানেরি সওদা করি চল্‌ছি খোদা তোমার রাহে
বর্তমানের ক্ষেত্র আমার শস্যবিহীন, শুধুই ফাঁকি
দূর অতীতের শব-দেহকে সামনে রেখেই তুষ্ট থাকি।"

মোহাম্মদ সুলতানের অনুবাদ ঃ

"কেন বল ত্যাজি লাভের আশা
ক্ষতিই সহিব নির্বিকার?
ভবিষ্যতের ভুলিয়া ভাবনা
অতীত চিন্তা করিব সার!
বিভোর হিয়ায় শুনে যাব আর

গাবে বুলবুল ব্যথা-বেভুল;
রব নির্বাক জড়ের মতন
আমি কি গো মূক ফুল-মুকুল?
কণ্ঠে আমার শক্তি অপার
সেই সে সাহসে করিব ভাই
এ মাটির মুখে নিন্দা খোদার!
ধিক! মোর মুখে পড়ুক ছাই।"

**ডক্টর শহীদুল্লার অনুবাদ ঃ**

"কেন ক্ষতি সইব বসে, করব না কো লভ্যে যতন?
ভবিষ্যৎ আর ভাবব না কো? অতীত–শোকে রইব মগন?
শুনব শুধু বুলবুলি–তান সর্বদেহ হয়ে শ্রবণ!
বন্ধু ওগো ফুল কি আমি? চুপটি রব কিসের কারণ?
মুখ থেকে মোর ফুটছে ভাষা বক্ষ ফেটে মরম দুখে,
নালিশ আমার খোদার নামে, ছাই পড়ুক গে আমার মুখে।"

**মীজানুর রহমানের অনুবাদ ঃ**

" রহিব নীরব কেন
ছেড়ে দিয়ে মুনাফার আশ?
আগামের আশা ছাড়ি
অতীতের বুকে শুধু বাস?
কেন গো পাতিয়া কান
শোন শুধু পাপিয়ার তান?
ওগো সাথী! আমরা কি
ফুলকলি নাহি যার গান?
অধরে গুঞ্জর ভাষা
অন্তরেতে বিপুল বেদন
হে খোদা! তোমারি নিন্দা,
ভস্মে ভরি উঠুক আনন!"

আমার অনুবাদ ঃ

"ক্ষতিই কেন সইব বল? লাভের আশা রাখব না?
অতীত নিয়েই থাকব বসে? ভবিষ্যৎ কি ভাবব না?
চুপটি করে বোবার মতন শুনব কি গান বুলবুলির?
ফুল কি আমি? ফুলের মতই রইব নীরব নম্রশির?
কণ্ঠে আমার অগ্নিবাণী ! সেই সাহসেই আজকে ভাই
খোদার নামে করব নালিশ! মুখে আমার পড়ুক ছাই।"

।

জবাব্-ই-শিকওয়ার প্রথম স্তবক

(মূল)

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
قدسی الا صل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے
خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے
عشق تھا فتنہ گرو سر کش وچالاک مرا
اسمان چیر گیا نالہ بیباک مرا

মোহাম্মদ সুলতানের অনুবাদ ঃ

"মরম হইতে বাহিরিলে বাণী
প্রভাব তাহার হয় না লয়,
পক্ষ-বিহীন তবু যে তাহার
ঊর্ধ্বে উড়িতে শকতি রয়
স্বরগের বুকে জনম তাহার
তাইত স্বর্গ লক্ষ্য ভূমি
মলিন মাটির বক্ষ ছাড়িয়া
ধেয়ে চলে দূর বিমান চুমি।
যে সুর ধ্বনিল বক্ষে আমার
গগনের গায় গেল সে উড়ি
দিল, এ ধরার কুসুম-গন্ধ
খোদার আরশ আকুল করি।"

ডক্টর শহীদুল্লার অনুবাদ ঃ

দিল্ থেকে যে বেরোয় কথা, প্রভাব সে তার রাখেই রাখে
নাই বা হল ডানা জোড়া শক্তি ওড়ার রাখেই রাখে।
পবিত্র যার জনম, লক্ষ্য ঊর্ধ্বে ওড়ার রাখেই রাখে
ধুলি হ'তে আকাশ পরে শক্তি চলার রাখেই রাখে।
প্রেম ছিল মোর একরোখা আর বিপজ্জনক বেগবান
নিডর ভাবে বিলাপ হ'ল আকাশ চিরে ধাবমান।

আমার অনুবাদ ঃ

" দিল্ থেকে যদি আসে কোন বাণী প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়
পাখ্না না থাক্, তবুও তাহার ঊর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়

পাক্-বিহিশ্‌তে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়
ধরার ধূলায় রয় না সে বাঁধা –নীল আকাশের গান সে গায়।
প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কোঁদল-পাকানো স্বভাব তার
বাগ মানিলনা, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ–পার।

আমার একটি কবিতা

'শিক্‌ওয়া' ও 'জবাব-ই-শিক্‌ওয়া'র অনুবাদ করতে গিয়ে আমার ৩৩ বছর আগেকার রচিত একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। ১৯২৭ সালে মার্চ মাসে আমি "শবে-বরাত' কবিতা লিখি। কবিতাটি আমার কাব্যগ্রন্থ "খোশরোজে" স্থান পেয়েছে। ইকবালের 'শিকওয়া' কবিতার সঙ্গে এই কবিতার মূল সুর ও ভাবের চমৎকার মিল রয়েছে। বলা বাহুল্য, তখনও আমি 'শিকওয়া' কবিতা পড়িনি। লোকমুখে ইকবাল সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছিলাম মাত্র। তখনকার কথা কেন, আমার এই বর্তমান অনুবাদের পূর্ব পর্যন্ত আমি কোনদিনই 'শিক্‌ওয়া' বা 'জবাব -ই-শিক্‌ওয়া' (মূল) পাঠ করিনি। ৩৩ বছর পূর্বেকার সেই কবিতা তাই এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। আশা করি পাঠক এতে কিছু কৌতুক অনুভব করবেন।

শবে–বরাত

সারা মুস্‌লিম দুনিয়া, আজি এসেছে নামিয়া 'শবে-বরাত'
রুজি-রোজগার–জান - সালামৎ বন্টন - করা পুণ্য রাত।
এস বাংলার মুস্‌লেমিন্
হৃত বঞ্চিত নিঃস্ব দীন।
ভাগ্য-রজনী এসেছে মোদের, কর মোনাজাত–পাতো দু'হাত।
ভান্ডার -দ্বার খুলেছে আজিকে দয়াময় রহমান- রহিম,
বিশ্ব–দানের উৎসব আজি চিরপবিত্র মহামহিম!
শত ফেরেশ্‌তা দলে দলে
দিকে দিকে আজি ওই চলে,
নিখিল বিশ্বে এ কী কলরোল–এ কী প্রীতি-প্রেম-স্নেহ অসীম!
আকাশ–তোরণ রশন--চৌকি –উৎসব- নিশি আলো–জ্বালা,
ঝালর-ঝুলানো ঝাড়-লণ্ঠন পূর্ণিমা-চাঁদ সুধা-ঢালা!
নীল-ফিরোজার গালিচা-গায়
কারু-কলা-আঁকা কোটি তারায়,
আসন-বিছানো সে মহাসভায় বসিয়াছে খোদ খোদাতালা!
রহমৎ আজি যেতেছে লুটিয়া –কোটি ফেরেশ্‌তা ভারে ভারে
খোদার শিরণী-ফিরণী বাঁটিয়া ফিরিতেছে ওই দ্বারে দ্বারে!
মলয়-সমীরে সুরভি তার
নহে এ গন্ধ ফুল–বালার,
বেহেশ্‌তী সেই খোশ্‌-বু যেন গো ভেসে আসে আজ বারে বারে!
ওরে হতভাগা নাদান মূর্খ, তন্দ্রা-অলস মোহ-বিভল,

গাফিল হইয়া র'বি কি আজিকে? এ মহারজনী যাবে বিফল?
রাজার প্রাসাদে মহাদানের
উৎসব আজি আলো-গানের!
রিক্ত কাঙাল, যাবিনা কি সেথা? পড়ে রবি হেথা চিরবিকল?
আয় আয় ওরে উঠে আয় সবে , দলে দলে তোরা আয় ছুটে,
ভাগ্য-সভায় যেতে হ'বে আজ-শত নিয়ামত নেব লুটে।
নেব নাকো দান খয়রাত
ভিক্ষুক সম হাত পাতি'-
দাবী-করা দান লইব আমরা একসাথে আজি সবে ছুটে।
বলিব আমরা-"এয় খোদা, মোরা কাফের নহিত-মুসলমান!
সারা দুনিয়ায় যুগে যুগে মোরা তোমার মহিমা ক'রেছি গান।
তোমারে বল ত চিনিত কে
চিনায়েছি মোরা লোকে লোকে!
মোরা দলে দলে সৈন্য সাজিয়া উড়ায়েছি তব জয়-নিশান!
তোমার বারতা প্রচার করিতে ছেড়েছি আমরা সুখ-এরেম,
ধরার ধুলায় আসন পেতেছি ছাড়ি' বেহেশতী হুর-হেরেম!
সৃষ্টি তোমার বাঁচায় রেখেছি-ডুবিতে দেইনি বন্যাতে,
মরু-গিরি-দরি পার হ'য়ে গেছি-টলিনি বিপদ-ঝঞ্ঝাতে!
দন্ডে এ দেহ মন্ডিতে-
করাতে-কাটা দ্বি-খন্ডিত!
অনল-কুন্ডে পুড়েছি আমরা - ভেসেছি সাগর-শয্যাতে!
পুত্রেরে মোরা কোরবানী দিছি, ফেলিনি অশ্রু-বিন্দু তা'য়,
দান্দান ভেঙে লহু ঝরিয়াছে-লুকায়ে ফিরেছি গিরি-গুহায়!
সহিয়া কত না অত্যাচার
মুক্ত এনেছি 'খানেকাবা'র
পশু- শিমারের হস্তে আমরা শহীদ হয়েছি কারবালায়।
তোমারই কলেমা ঘোষণা করেছে- আজান দিয়েছে শত বেলাল!
শত নিপীড়ন তীব্র-দহন মৃত্যুরে নাহি করি' খেয়াল
ছুটেছি আমরা দিকে দিকে
'কোহ্কাফে' 'আটলান্টিকে'
হস্তে লইয়া তলোয়ার আর খঞ্জর - নব আল্- হেলাল!
ভ্রান্ত পথিকে দেখায়েছি মোরা তব 'সিরাতল্ মোস্তাকিম্'
'বোৎ -পোরোস্তী' দূর করি, সবে তোমার মন্ত্রে দিছি তালিম।
আলোকের জয় অভিযানে
বুঝেছি আমরা মনে প্রাণে,
তোমারি হুকুম তামিল করেছি, দীন্-দুনিয়ার ওগো হাকিম!

আজিও তোমার সুধার সওদা বিশ্বে আমরা করি ফেরী;
ওই শোন আজি দিকে দিকে তাই তোমার নামের বাজে ভেরী!
জ্বেলেছি নূরের নব শিখা
এশিয়া য়ুরোপ আমেরিকা,
আমাদেরি হাতে সারা ধরণীর মুক্ত আসিছে–নাহি দেরী।
এত সেবা আর এত প্রাণপাত–সকলি কি আজি বৃথা হ'বে?
প্রতিদান কিছু পাব না আমরা? বঞ্চিত হ'য়ে র'ব সবে?
হ'য়ে থাকি যদি অপরাধী,
তাই ব'লে এত বাদাবাদি?
সবাই মোদের মেরে যাবে, আর তুমি দূর হ'তে চেয়ে র'বে?
হ'বে না তা কভু–হ'বে না তা'– আজি এ মহাদানের শুভ রাতে
আমাদের পানে চাহিতে হইবে করুণ–কোমল আঁখি-পাতে।
করে যারা তব অসম্মান
তাহাদেরে দাও কত না দান!
আমাদেরি কি গো নাই অধিকার তব প্রেম–সুধা-করুণাতে?
বল, কথা কও, সাড়া দাও আজি জবাব দাও এ প্রার্থনার,
যদি নাহি দাও–খাবোনা আমরা আজি এ ফির্‌নী–রুটি তোমার!
না জাগে আজিকে যদি এ জাত্‌
মিথ্যা তোমার 'শবে বরাত'!
মিথ্যা তোমার ভুবনে ভুবনে এত আয়োজন দান-করার।
শবে-বরাতের রাত্রিতে আজি চাহি নাকো শুধু ধন ও মান,
সবার ভাগ্যে দিও যাহা খুশী–জাতিরে দিওগো মুক্তি-দান!
জাগরণ লিখে নসিবে তার,
দিও সাধ প্রাণে বড় হবার,
নব–গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান!

ফাল্গুন, ১৩৩৩, ১৯১৭

## উপসংহার

'শিকওয়া' ও 'জবাব-ই-শিকওয়ার' অনুবাদে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে জনাব মওলানা মুহী–উদ্‌দীন খান (মুমতাজুল-মুহাদ্দিসীন), জনাব মওলানা আমিনুল ইসলাম (মুমতাজুল্‌ মুহাদ্দিসীন্‌) ও জনাব রফি আহ্‌মদ ফিদায়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আল্লামা ইকবালের সুযোগ্য পুত্র ডক্টর জাবিদ ইকবাল (এম–এ–পি– এইচ–ডি) এই পুস্তকের যে মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, সে জন্য তাঁকে অন্তরের অকুণ্ঠ শুক্‌রিয়া ও মুবারকবাদ।

পূর্বে বলেছি, ইকবাল শক্তিবাদের কবি! তাঁর কাব্যের গভীরতা, তাৎপর্য ও সৌন্দর্য সম্যক বুঝতে হলে তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কিছু জানা একান্ত প্রয়োজন।

# শিকওয়া

১

ক্ষতিই কেন সইব বল? লাভের আশা রাখব না?
অতীত্ নিয়েই থাক্‌ব ব'সে—ভবিষ্যৎ কি ভাব্‌ব না?
চুপ্‌টি ক'রে বোবার মত্‌ন শুন্‌ব কি গান বুল্‌বুলির?
ফুল কি আমি? ফুলের মতই রইব নীরব নম্রশির?
কণ্ঠে আমার অগ্নিবাণী—সেই সাহসেই আজকে ভাই
খোদার নামে ক'রব নালিশ! মুখে আমার পড়ুক ছাই!

২

সত্য বটে, আমরা তোমার বান্দা সবাই ভক্তপ্রাণ,
তবু আজি লাচার হয়েই গাইতে হ'ল ব্যথার গান।
কণ্ঠবীণা নীরব—তবু ফরিয়াদে পূর্ণ বুক,
ঠোঁটের কাছে গান আসে ত কেমন ক'রে রইব মূক?
এয় খোদা, আজ শোন কিছু অভিযোগও প্রেমিকদের
ভক্তদিগের মুখে শোন নিন্দাবাদও একটু ফের!

৩

অজুদ তোমার মজুদ ছিল আয্‌ল থেকেই—সে নিশ্চয়
কিন্তু ছিলে সমীর-হারা গুল্‌বাগে ফুল যেমন রয়।
ইন্‌সাফেরই দোহাই দিয়ে শুধাই তোমায়—কও আমায়;
খুশ্‌-বু তোমার ছড়াত কে—না এলে এই প্রভাত বায়?
তোমার খুশির তরেই ছিল পেরেশান সব ভক্তদল,
নয় কি ছিল তোমার নবীর উম্মতেরা সব পাগল?

৪

মোদের আগে এই দুনিয়ার দৃশ ছিল—চমৎকার!
পূজত কেহ পাথর-নুড়ি—বৃক্ষলতা কেউ আবার,
সাকার পূজাই ক'রত যারা—মান্‌ত না কেউ না-দেখায়,
তারাই আবার কেমন করে পূজবে নিরাকার খোদায়!
বল্‌তে পার : এই দুনিয়ায় নিত' কি কেউ তোমার নাম?
মুসলমানের বাজুর জোরেই কর্‌লে হাসিল্ সেই-সে কাম!

---

আযল্—অনাদিকাল। উম্মৎ—শিষ্য-সম্প্রদায়।

৫

সেল্‌জুক আর তুরানীরা বাস করিত হেথায় বেশ,
চীন দেশেতে ছিল চীনা—সাসানীরা ইরান-দেশ।
এই ধরাতেই ছিল প্রাচীন সভ্যজাতি ইউনানী,
ইহুদী আর নাসারারা—জানি মোরা—তাও জানি।
কিন্তু, বল, তোমার তরে তেগ্‌-তলোয়ার ধরল কে?
বিগ্‌ড়ে-যাওয়া তোমার বিধান কায়েম আবার ক'র্‌ল কে?

৬

মোরাই ছিলাম যোদ্ধা তোমার—বীর-মুজাহিদ—সে নির্ভীক
স্থলে-জলে তোমার তরে যুদ্ধ দিছি দিক্‌বিদিক্‌।
কখনো বা আযান দিছি ইউরোপের ওই গীর্জাতে
কখনো বা তপ্ত-বালু আফ্রিকার ওই সেহ্‌রাতে।
তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে শান্‌-শওকৎ বাদশাদের,
তেগের তলেও পাঠ করেছি কল্‌মা তোমার তৌহীদের!

৭

যুদ্ধ-বিপদ মাথায় নিতেই ছিল যেন মোদের প্রাণ,
মরণ যেন ছিল মোদের রাখ্‌তে শুধু তোমার মান।
অস্ত্র মোরা নেইনি হাতে রাজ্য-জয়ের মতলবে,
ধনের লোভে জান্‌-হাতে কে যুদ্ধ দিতে যায় কবে?
রত্ন-মাণিক হত'ই যদি মোদের কাছে খুব দামী—
বুৎ না-বেচে—বুৎ-শিকানির নিলাম কেন বদ্‌নামি?

৮

যুদ্ধে গেলে পিছ-পা কভু হইনি মোরা ময়দানে
সিংহ-সম শত্রু এলেও হটিয়ে দিছি সবখানে।
বিদ্রোহী কেউ হ'লে তোমার—ছিল না তার রক্ষা আর
অসি কেন? তোপের মুখেও বুক পেতেছি নির্বিকার!
আমরাই ত সবার মনে দাগ কেটেছি তৌহীদের
শুনিয়ে দিছি তোমার বাণী আঘাত খেয়েও খঞ্জরের!

---

সেলেজুক—তুর্কীদিগের পূর্বপুরুষ। সাসানী—Sasanides. ইউনানী—গ্রীক। বুৎ-শিকানি—প্রতিমা ভঙ্গ করা। তৌহীদ—একত্ববাদ।

৯

তুমিই বল, কে ভেঙেছে দুর্গ-দুয়ার খায়বারের?
কাদের হাতে ধ্বংস হ'ল রাজ ও পাট কাইসারের?
মিটালো কে হাতের-গড়া দেবদেবীদের মিথ্যা নাম?
কাফিরদিগের সৈনদলে পাঠিয়ে দিল জাহান্নাম?
কে নিভালো যুগান্তরের হোম-শিখা ওই পারশ্যের?
কায়েম সেথায় ক'রল কারা তোমার প্রেমের চর্চা ফের?

১০

কোন্ জাতি সে তোমার ছাড়া অন্য কারেও চায়নি আর?
যুদ্ধ দেছে তোমার তরে—করেছে তার জান্ নিসার?
জাহান-কোষা শাম্‌শির কার? জগৎ-জোড়া কার শাসন?
তক্‌বীরে কার উঠত জেগে সুপ্তি-মগন সব ভুবন?
কাদের ভয়ে মূর্তিগুলো থরথরিয়ে কাঁপ্‌ত সব?
মুখ থুব্‌ড়ে বল্‌ত চুপে "হু আল্লাহু আহাদ" রব?

১১

যুদ্ধ-মাঝে নামায পড়ার ওয়াক্ত্ যখন আস্‌ত ঠিক
সিজ্‌দা দিতাম কিব্‌লা-মুখে না-চেয়ে কেউ অন্যদিক।
'মামুদ'-'আয়াজ' দাঁড়িয়ে যেত এক-কাতারে এক-সাথে,
তফাৎ কিছুই থাক্‌ত নাক' মনিব এবং বান্দাতে।
সাহেব-গোলাম বাদশা-ফকীর্ সুর মিলাতো এক-তারে,
ফারাক্ কিছুই রইত নাক' এলে তোমার দরবারে।

১২

সন্ধ্যা-সকাল ফিরনু মোরা বিশ্ব-ধরার মহ্‌ফিলে,
তৌহীদেরই প্রেমের শারাব বিলিয়ে দিলাম সব দিলে,
তোমার কালাম পৌঁছে দিলাম পাহাড়-মরু-প্রান্তরে,
ফিরেছি কি কোথাও, বল, ব্যর্থ-বিফল অন্তরে!
মরু কেন? সাগর-জলেও ছিলাম মোরা, সে দুর্বার,
আট্‌লান্টিক্-বুকেও মোদের ঝাঁপিয়ে প'ল ঘোড়্-সোয়ার্!

খায়বার-দুর্গ—মদিনার ইহুদীদিগের দুর্গ প্রাচীর। কাইসার—রোমক সম্রাট। হু আল্লাহু আহাদ—আল্লাহ্ এক। মামুদ—সুলতান মাহমুদ গজনবী। আয়াজ—তাঁহার ভৃত্য।

১৩

মিটিয়ে দিলাম কালের পাতায় দাগ ছিল যা অসত্যের,
মানবতায় মুক্তি দিলাম—শিকল কাটি' দাসত্বের।
তোমার কা'বার পেশানিতে, প্রেম–চুম্বন দিলাম দান,
ছিনায়–ছিনায় গেঁথে নিলাম তোমার বাণী পাক্–কুর্আন্।
তবু মোরা নই ওফাদার?—এ কী কথা আজ কহ?
মোরা যদি নই ওফাদার,—তুমিও দিল্দার নহ!

১৪

আরও অনেক জাতি আছে—করছে তারাও অনেক পাপ,
কেউ বা ভীরু, অহংকারী, কেউ বা যালিম—বে–ইন্সাফ্।
কেউ বা কাহিল্, কেউ বা গাফিল্, অতি–চালাক কেউ বা আর,
হাজারো লোক আছে—যারা তোমার নামে হয় বেজার!
তবু দেখি, তাদের ঘরেই বর্ষ আশিস্ নিরন্তর—
বাজ পড়িতে পড়ে শুধুই মুসলমানের মাথার 'পর!

১৫

মন্দিরেতে মূর্তিগুলো কয় হেসে : "দ্যাখ্, আপদ যায়!
কা'বার যারা রক্ষক—সেই মুসলমান আজ নেয় বিদায়!
উট–ওয়ালা কাফেলারা ছাড়ছে যুগের এ–মঞ্জিল
বগল–তলে কুরআন্ নিয়ে যাচ্ছে চলে গোমরা–দিল!"
কাফিররা আজ হাসছে বসে, তোমার কি নাই লজ্জাবোধ?
তোমার সাধের তৌহীদ হায় হচ্ছে যে আজ তামাম্–শোদ্!

১৬

তোমার সভায় কথা বলার নাইক যাদের যোগ্যতাই—
পাচ্ছে তারাও ধন–দৌল! বেশত! তাতেও দুঃখ নাই!
কিন্তু একী! কাফিররা পায় এই ধরাতেই "হুর–কসুর,"
মুসলমানের বেলায় শুধুই ওয়াদা হুরের—স্বর্গপুর!
আফ্সোস্! আর আগের মতন নওক' তুমি মেহেরবান,
ব্যাপারটা কী! এখন কেন দাও না মোদের তেমন দান?

---

ওফাদার—কৃতজ্ঞ। দিলদার—হৃদয়বান

১৭

মুসলমানের ভাগ্যে এমন দৈন্য কেন নাম্‌ল হায় !
অসীম তোমার শক্তি—তুমি করতে পার মন যা' চায়।
মরুর বুকে পার তুমি ফুল ফুটাতে বুদ্‌বুদের
মরীচিকাও হ'তে পারে স্নিগ্ধ পানি পথিকদের।
সইছি মোরা জিল্লাতি আর দুষমন্‌দের টিট্‌কারী
তোমার তরে জান দিয়েছি—বদ্‌লা দিলে এই তারি?

১৮

দুনিয়া এখন মোদের ছেড়ে দুষমনদের দেয় পিয়ার
আমরা এখন বেকুফদিগের স্বর্গে আছি—চমৎকার !
আমরা ত আজ হচ্ছি বিদায় ! নিচ্ছে তারাই কর্মভার,
দেখো, যেন শেষটা না কও "তৌহীদ নাই বিশ্বে আর !"
আমরা ত চাই—এই দুনিয়ায় কায়েম থাকুক তোমার নাম,
কিন্তু সেটা সম্ভব কী? সাকী ছাড়া থাক্‌বে জাম?

১৯

তোমার সভা নীরব হ'ল, বিদায় নিল প্রেমিক দল
রাতের কাঁদন নইক এখন, নাইক ভোরের অশ্রুজল !
দিল্‌ দিয়েছে, পেয়েও গেছে তারা তোমার খুশির দান
কিন্তু তাদের পত্র-পাঠই বিদায় দেছ—দাওনি মান !
যে-আশিক্‌ আজ গেল চলে আস্‌বে ব'লে আরেক দিন
তারে এখন খুঁজতে হবে জ্বালি' তোমার রূপ-রঙীন্‌।

২০

কায়েস যেথা, লায়লী সেথা—সেইত বাজে ব্যথার বীণ
নেজ্‌দ্‌-গিরির উপত্যকায় নাচছে আজো সেই হরিণ।
সেই ত আছে আশিক্‌-মাশুক্‌—রূপের যাদু—প্রেমের ফুল,
আজো আছে সেই উম্মৎ—সেই তুমি আর সেই-রসুল,
তবু কেন এই অভিশাপ ! বুঝি নাক' এর মানে—
খাম্‌খা কেন দিচ্ছ ব্যথা তোমার প্রেমিকদের প্রাণে !

---

সাকী—সুরা-পরিবেশনকারী। জাম—পানপাত্র।

২১

ছেড়েছি কি আমরা তোমায়? কিংবা তোমার নূরনবী?
বুৎ-পূজা কি করছি মোরা? বুৎ বেচে কি খাই সবি?
মোদের দিলে নাই কি এখন তোমার নবীর মুহব্বৎ?
ভুলেছি কি 'উবায়েস' আর 'সাল্‌মাঁর' সেই প্রেমের পথ?
আজও জ্বলে মোদের সিনায় বহ্নি-শিখা তক্‌বীরের
বেলাল সম ভক্তি মোদের আজও আছে তৌহীদের।

২২

মানি, মোদের প্রেম নহেক আগের মতন গভীর আর,
নইক মোরা—যেমন ছিলাম সাচ্চা খাঁটি ঈমানদার।
লক্ষ্যহারা চঞ্চল মন, কিব্‌লা মোদের নাইক' ঠিক,
তোমার প্রেমের পথ ছেড়ে আজ চলছি মোরা দিক্‌বিদিক্‌,
তুমিই বা সে কম কিসে আর?—কইতে যে পাই শরম-লাজ,
সবার সাথেই কর্‌ছ ত প্রেম! ধরেছ 'হরযায়ী'র সাজ!

২৩

ফারাণ-গিরির শীর্ষে যেদিন পূর্ণ হল দীন্‌-ইসলাম,
এক নিমেষেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল তোমার নাম।
প্রেমের আগুন উঠল জ্বলে দিকে দিকে সব হিয়ায়
জল্‌সা হ'ল গুলজার ফের তোমার নূরের দীপ-শিখায়,
আজ কেন নাই মোদের দিলে তোমার তরে সেই সে প্রেম?
ভুলে গেলে? আমরা তোমার—সবহারা ত সেই খাদেম!

---

উবায়েস্—রসুল-প্রেমিক উবায়েস্ করনী। রসুলুল্লার দান্দান শহীদ হইয়াছে শুনিয়া তিনি নিজের সমস্ত দাঁত ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন।
সাল্‌মাঁ—সাল্‌মান্ ফারসী। রসুলুল্লার প্রেমে ইনিও দেশত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন।
'হরযায়ী'—বহু-বিলাসিনী। বিপরীত শব্দ—'একযায়ী'।
ফারাণ—আরবের একটি পর্বত।

## ২৪

নেজ্‌দে এখন আগের মতন সুর শুনিনা জিঞ্জিরের
লায়লীতরে হাওদাতে আর দেয়না উঁকি কায়েস ফের।
কোথায় আজি সেই সে হৃদয়? কোথায় আজি সে উম্মিদ?
ঘর আমাদের উজাড় আজি! ঘিরেছে আজ মরণ-নিদ্‌!
সেই শুভদিন আস্‌বে কি ফের—যেদিন মোদের জল্‌সাতে
আস্‌বে তুমি বোর্কা খুলে রূপের আলোক-সজ্জাতে!

## ২৫

কুঞ্জবনে অপর সবাই ফূর্তি করে—পুলক-প্রাণ
শারাব-হাতে শুন্‌ছে বসে "কুহু-কুহু" কোয়েল-তান,
সেই সে খুশির জলসা থেকে নির্জনে সে অনেক দূর
তোমার প্রেমের দিওয়ানারাও শুন্‌তে চাহে "হু-হু"র সুর!
তোমার প্রেমের পতঙ্গদের দাও দহনের সাধ আবার
বিজলী দিয়ে জাগাও তাদের সুপ্ত-নীরব হৃদয়-তার।

## ২৬

হেজয্‌ পানে চল্‌ছে আবার পথ-ভোলা সেই যাত্রিদল,
পাখ্‌না-ভাঙ্গা বুল্‌বুল্‌ ফের উড়ছে দেখ গগন-তল,
কুঁড়ির বুকে গন্ধ কাঁদে, ফুটবে কবে—তাই ভাবে,
দাও ছুঁয়ে তার হৃদয়-বীণা তোমার সুরের মিজ্‌রাবে।
বন্দী হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে সেথায় অনেক অগ্নি-সুর
সেই আগুনে পুড়বে আবার মোদের নতুন পাহাড়-'তুর'!

## ২৭

তোমার নবীর উম্মৎদের মুশ্‌কিলে আজ দাও আসান
পিপীলিকায় কর আবার সুলায়মানের শক্তিদান।
বিলাও তোমার প্রেম-মদিরা—সুলভ কর মূল্য তার,
হিন্দের এই সন্ন্যাসীদের বানাও মুসলমান আবার!
অনেক দিনের ব্যর্থ আশায় ঝরছে চোখে তপ্ত খুন,
তীক্ষ্ণ ছুরির তীব্র আঘাত,—জ্বলছে বুকে তাই আগুন!

---

নেজ্‌দ্‌—আরবের একটি মরু-প্রদেশ। লায়লী—মজনুর প্রেমিকা। কায়েস—মজনুর আসল নাম। 'হু-হু'র সুর—'হু' অর্থে আল্লাহ্‌।

## ২৮

ফুল-বাগিচায় ফুলের বুকে গোপন ছিল যে-খবর
গন্ধ তারেই করল প্রচার—সাজ্‌ল সে তার গুপ্তচর।
চমন-বাগের নাই শোভা আর, শেষ হয়েছে ফুল-ফসল,
গানের পাখী উড়ে গেছে—স্তব্ধ এখন কানন-তল !
এক বুল্‌বুল্ গাইছে তবু আজও সেথায় করুণ গান,
বিয়োগ-ব্যথার সুরে সুরে পূর্ণ আজো তাহার প্রাণ !

## ২৯

ডাল হ'তে আজ উড়ে গেছে ঘুঘু পাখী কোন্ সুদূর,
শুক্‌নো ফুলের পাপড়িগুলি পড়ছে ঝরে—করুণ-সুর !
কুঞ্জবনের ফুলবীথি—সব অনাদরে শুকিয়ে যায়
নগ্ন শাখা লজ্জাতে আজ মরণ-বরণ করতে চায় !
ফুল-মৌসুম নাই তবুও গায় বুল্‌বুল্ এক-মনে
হায় রে, যদি শুন্‌ত কেহ তার এ করুণ ক্রন্দনে।

## ৩০

বেঁচেও কোন আনন্দ নাই, মরণেতেও নাইক সুখ,
সুখ কিছু পাই চিবিয়ে খেলে খুনরাঙা এই আমার বুক।
অনেক আছে পান্না-হীরা আমার দিলের আর্শিতে
ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে কত স্বপ্ন তাহার রোশ্‌নীতে !
কিন্তু কে আর দেখ্‌বে তারে ! চৌদিকে মোর বিরাণ-বাগ,
লালা-ফুলেও নাই—যে বুকে ধরবে আমার ব্যথার দাগ !

## ৩১

আমার হিয়ার ক্রন্দনে আজ দীর্ণ হউক সবার দিল্
আমার "বাঙ্গ-ই-দারা"য় আবার উঠুক জেগে এ-মঞ্জিল।
নবীন প্রেমের অনুরাগে দৃপ্ত হউক সবার প্রাণ
নতুন পিয়াস নিয়ে করুক পুরানো এই শরাব পান।
আরব-দেশের শারাব আমার, পান-পিয়ালা ভিন্-দেশের,
হিন্দের গান হ'লই বা এ ! হেজায্-পাকের সুর ত এর !

---

লালা—একপ্রকার লাল ফুল। বুকে তার কাল দাগ।

# জবাব-ই-শিকওয়া

ড. লুৎফর রহমান ফারুকী

[illegible]

১

দিল্ থেকে যদি আসে কোন বাণী, প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়,
পাখনা না থাক্, তবুও তাহার উর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়।
পাক্ বিহিশ্‌তে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়,
ধূলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা—নীল–আকাশের গান সে গায়।
প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কোঁদল–পাকানো স্বভাব তার
বাগ মানিল না, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ–পার।

২

আকাশ–বুড়ো—সে চমকিয়া কয় : কার কথা শুনি এইখানে?
তাহারা কহিল : তাই ত ! দেখ ত উপর–তলার আসমানে !
চাঁদ কহে : হাঁ ! হাঁ ! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক ! তারি এ–স্বর !
কয় ছায়াপথ : আমাদেরি মাঝে লুকালো কি সে ধূর্ত নর !
রিদ্‌ওয়ানই শুধু চিনিল আমারে—আমার করুণ কান্নাতে,
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন—ছাড়িনু যেদিন জান্নাতে !

৩

ফিরিশতারাও চঞ্চল হ'ল : "কার এ আওয়াজ?" কয় তারা,
রহস্য এর জানিতে সকল আরশবাসীই হয় সারা !
মাটির মানুষ উঠিল কি আজ পবিত্র এই আরশ–পর?
আদম–শিশু কি হ'ল এতবড় শক্তিময় ও ধুরন্ধর?
দুনিয়ার এই মানুষ গুলো—সে কত ধড়িবাজ ! দেখেছে ভাই !
রূঢ় ভাষায় কথা বলে এরা ! আদব–লেহাজ মোটেই নাই !

৪

এতই ইহারা বে–তমীজ ভাই ! খোদার পানেও চোখ রাঙায় !
এই মানুষেরই পায়ে দিয়েছিল ফিরিশতাকুল সিজ্‌দা, হায় !
জ্ঞান–বিজ্ঞান তত্ত্ব–কথায় ইহাদের জুড়ি নাহিক আর,
কিন্তু ইহারা উদ্ধত বড় ! জানে না কোনই শিষ্টাচার !
এরাই–কেবল ভাষা জানে, তাই গুমর কত সে ! বাপ্‌রে বাপ্ !
ভদ্র ভাষা ত শিখিল না কেউ ! নাদান্‌রা সব বদ্–স্বভাব !

---

রিদওয়ান—বিহিশতের দ্বার–রক্ষক।

৫

হঠাৎ আসিল কালাম-ই-আযীম : তোমার এ গানে কাঁদায় প্রাণ,
হৃদয় হইতে উছলিয়া-পড়া তোমার প্রেমের এই সে গান।
আকাশেরও দিল্ কেঁদে ওঠে আজ তোমার করুণ কান্নাতে,
বুঝিয়াছি : এই গান আসিয়াছে কত না গভীর বেদনাতে।
'শিক্‌ওয়া' এ নয়,—প্রশস্তি মোর! এমন বাচন-ভঙ্গী তার,
বান্দা এবং খোদার মাঝারে বাঁধিয়াছে সেতু চমৎকার!

৬

দান-ভাণ্ডার খোলাই ত মোর : সে দান নেবার সায়েল্ কৈ?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ-চলা সেই পথিক বৈ?
শিক্ষা ত মোর সবার তরেই, কোথায় বল না ছাত্র তার?
যেই মাটি দিয়ে গড়িব আদমে, সেই মাটি কই পাচ্ছি আর!
যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ন-মুকুট দেই আনি,
নূতন পৃথিবী—তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী!

৭

হৃদয় তোমার ঈমান-বিহীন, বাজু সে তোমার শক্তিহীন,
তোমরা নবীর উম্মৎ? হায়! শরমে তাঁহার মুখ মলিন!
বুৎ-ভাঙা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী যারা তারা গড়িছে বুৎ,
'ইব্রাহিমের' ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে—কী অদ্ভুত!
শারাব, জাম ও পানকারীদের দেখ্‌ছি এখন নূতন সব,
কা'বাও নূতন, ব্যুৎও নূতন! চলিছে মজার কী উৎসব!

৮

তোমারই ছিলে উৎস একদা সত্য এবং সুন্দরের
লালা-ফুল সম ফুটিয়া উঠিতে অগ্রপথিক বসন্তের!
খোদার প্রেমিক ছিলো সকলেই—যেই দিন ছিলে মুসলমান।
'হরযায়ী' এই খোদার পায়েই করেছিলে সবে আত্মদান।
যাও না, এখন পূজা কর গিয়ে নূতন কোন-সে 'একযায়ী'র?
খণ্ডিত কর মহামানবতা বিশ্বপ্রেমিক নূরনবীর!

---

আযর—হযরত ইব্রাহীমের পিতা। ইনি ছিলেন মূর্তি-নির্মাতা ও পৌত্তলিক।

৯

ফযরে উঠিয়া নামায পড়িতে পাও তুমি আজ কষ্ট ঘোর
আমারে ভুলিয়া অলস-আবেশে নিদ্‌মহলায় রও বিভোর।
প্রগতিপন্থী তুমি ত এখন ! রাখো নাক' রোজ রামজানে
এই কি তোমার প্রেমের নিশান? 'ওফদারী'র কি এই মানে?
ধর্ম দিয়েই মিল্লাৎ গড়ে, ধর্মহীনের নাহিক' মান,
আকর্ষণ না রইলে রহেনা চাঁদ-সিতারার আঞ্জুমান !

১০

কর্মবিমুখ অলস যাহারা—তোমরাই হ'লে সেই জাতি,
স্বদেশের প্রতি নাহিক' দরদ, উদাস খেয়ালে রও মাতি।
বজ্রপাতের অনুকূল তব জীর্ণ গৃহেই পড়িছে বাজ,
বাপদাদাদের মাজার বেচিয়া বেশ ত সবাই খেতেছ আজ !
কবর লইয়া তেজারতি করে যেসব ঘৃণ্য-ব্যবসাদার
মূর্তি পেলে যে বেচিবে না তারা—কোথায় তাহার অঙ্গীকার?

১১

মুছিল কাহারা কালের পাতায় চিহ্ন ছিল যা' কলঙ্কের?
মানব জাতির মুক্তি আনিল বন্ধন কাটি' দাসত্বের?
কা'বার কপোলে বোসা দিল কারা—তুলিল তৌহীদের আযান?
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিল কারা আমার বাণী—সে পাক্-কুরআন্?
তারা কি তোমরা? সে ত তোমাদের বাপদাদা—যারা ছিল মহৎ,
তোমরা ত সব হাতে-হাতে রেখে ভাবিছ শুধুই 'ভবিষ্যৎ' !

১২

কী বলিলে তুমি? মুসলমানের 'হুর' সে শুধুই 'ওয়াদা' সার?
কান্না যতই হোক্ না করুণ, থাকা চাই কিছু যুক্তি তার !
শাশ্বত মোর, আইন-কানুন, শাশ্বত মোর নীতি-বিধান;
কাফির যখন মুসলিম হয়—সেও পাবে 'হুর' এক-সমান !
তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হুর-কসুর'?
মুসাই ত নাই !—'তুর পাহাড়ে ত তেমনি করিয়া জ্বলিছে নূর' !

১৩

লাভ–লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্জিল, এক মোকাম,
এক তোমাদের নবী ও রসুল, এক তোমাদের দীন্–ইস্‌লাম।
এক তোমাদের আল্লাহ্ এবং এক তোমাদের আল্–কুরআন্,
আফ্‌সোস, হায়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান !
তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি–পথ !

১৪

কারা, বল, ত্যাগ করেছে আমার পাক–রসুলের পাক্–বিধান,
সুখ–সুবিধার যুক্তি–মাফিক কারা চলে আজ আযাদ–প্রাণ ?
কাহাদের চোখে ভালো লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ ?
বাপ–দাদাদের তরীকাতে আজ চলিতে কাহারা হয় নারাজ ?
অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্মাতে নাই তার দহন,
মুহম্মদের পয়গাম আর তোমাদের কারো নাই স্মরণ !

১৫

মস্‌জিদে আজ নামায পড়িতে যায় সে শুধুই গরীব লোক,
তারাই এখন রোজা রাখে সব—যতই না কেন কষ্ট হোক্ !
গরীব যাহারা তাদের মুখেই শুনি যাহা–কিছু আমার নাম,
তারাই দিতেছে গৌরবে ঢাকি' তোমাদের যত অসৎ কাম।
ধনীরা ত সব মত্ত–মাতাল শারাব পিয়ে সে সম্পদের
গরীব রয়েছে বলেই আজিও জ্বলিছে চেরাগ মিল্লাতের !

১৬

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' সুচিন্তার,
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর।
রোমস্ রয়েছে আযানের বটে, আযানের রুহ্ বেলাল নাই
ফালসুফা আছে প্রাণহীন পড়ে', আল্‌গাজালীরে কোথায় পাই !
মস্‌জিদ আজি মর্সিয়া গায়—নামাযী নাহিক' তার ভিতর,
হেজাযীরা ছিল যেমন—তেমন কোথায় মিলিবে ধরার 'পর !

আল্–গাজালী—বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক।

১৭

খুব কহিছ : দুনিয়া হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান!
প্রশ্ন আমার : মুসলিম কোথা? সে কি আজো আছে বিদ্যমান?
চলন তোমার খৃস্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন্,
ইহুদীও আজি শরম্ পাইবে দেখিলে তোমার এ-সব গুণ!
হ'তে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হ'তে পার তুমি সে আফ্গান্,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই : বলত' তুমি কি মুসলমান?

১৮

সত্য-ভাষণে মুসলমানের কণ্ঠ ছিল সে সুনির্ভীক,
সবার প্রতিই অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিত ঠিক।
বৃক্ষের মত স্বভাব তাহার নম্র হইত ফল-ভরে,
ধৈর্য, সাহস, বীর্য ও বল ছিল তাহাদের অন্তরে।
প্রীতি-উৎসবে সে ছিল যেমন অধরে স্নিগ্ধ লাল-শারাব,
ত্যাগে ছিল তার তেমনি আবার পান-পিয়ালার রিক্তভাব।

১৯

ক্ষতের যেমন ছুরিকা, তেমন মিথ্যার ছিল মুসলমান
আর্শিতে তার পান্নার মত কীর্তি ছিল সে দীপ্তিমান।
আপন বাহুর তাকতের পরে ছিল সুগভীর আস্থা তার,
মৃত্যুর ভয়ে তোমরা কাতর—ভয় ছিল তার শুধু খোদার!
পুত্র যদি সে লায়েক না হয়, পিতার শিক্ষা যদি না পায়,
পিতৃধনে সে কেমন করিয়া অধিকারী, বল, হইতে চায়!

২০

ভোগ-বিলাসেতে তন্ময় তুমি, অসাড় এখন তোমার প্রাণ,
তুমি মুসলিম? মুসলমানের এই্ আদর্শ? এই্ বিধান?
নাইক' আলীর ত্যাগের সাধনা, নাই সম্পদ ওস্মানের,
কেমন করিয়া আশা কর তবে তাদের রুহানি সংযোগের!
মুসলমানের তরেই তখন সে-যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন্ ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ-কলঙ্ক, হায় অবোধ!

২১

তোমরা এখন হিংসা-কাতর, তাহাদের ছিল উদার মন,
ঢাকিত তাহারা এ-ওর আয়েব, তোমরা করিছ অন্বেষণ!
'সুরাইয়া' সম ঊর্ধ্বে উঠার দেখিছ স্বপন সুরঙীন,
তার আগে কর দিল্ প্রস্তুত, হও মুসলিম—হও মু'মিন্।
তারা লভেছিল ইরানের তাজ—'কাইকাউসে'র সিংহাসন,
বাক্য শুধুই সার তোমাদের—মর্যাদাহীন সব এখন!

২২

আত্মঘাতী সে তোমাদের নীতি,—ছিল তাহাদের আত্মজ্ঞান,
তোমরা মারিছ ভাইকে, তাহারা মরিত—রাখিতে ভায়ের প্রাণ।
তোমরা সবাই বাক্য-বাগীশ, তারা ছিল সব কর্মবীর
তোমরা কাঁদিছ কুঁড়ির লাগিয়া, ছিল তাহাদের ফুল-প্রাচীর।
আজিও জগৎ গাহিছে তাদের কীর্তিগাথা সে বীরত্বের
সৃষ্টির বুকে জ্বলিছে আজিও স্মৃতিচিহ্ন সে গৌরবের।

২৩

তারার মতন সেদিন শোভিতে তোমার জাতির আস্‌মানে
হিন্দের জড়-মায়ায় তোমার ব্রাহ্মণও আজ হার মানে!
উড়িবে বলিয়া বাসা ছেড়ে তুমি ঘুরিয়া মরিছ লক্ষ্যহীন
আগেই ছেড়েছ কর্ম তোমার—এখন ছাড়িলে তোমার দীন্!
নব্য-যুগের সভ্যতা-মোহে কাটিয়া ফেলিলে সব বাঁধন
কা'বা ছেড়ে সবে মন্দিরে এসে বাসা বাঁধিয়াছ হায় এখন!

২৪

কায়েস্ এখন রয় না বসিয়া বিজন-মরুর প্রান্তরে
শহরবাসী সে হয়েছে এখন—প্রমোদ-ভবনে বাস করে!
দিওয়ানা সে, তাই মরু বা শহরে যেখানে খুশি সে সেখানে যাক্—
চাও বুঝি—একা লায়লীই তার মুখপানে চেয়ে বসিয়া থাক?
দারাজ কণ্ঠে শুনায়োনা আর প্রেমের যুলুমবাজির গৎ
প্রেমিক হইবে মুক্ত-স্বাধীন—বন্দিনী র'বে প্রেমাস্পদ?

---

সুরাইয়া—নক্ষত্র বিশেষ। কাইকাউস—চিনের বাদশা।

## ২৫

নয়া যামানার আগুন লেগেছে, পাবেনাক' কেউ পরিত্রাণ,
সে-আগুনে আজ পুড়িতেছে যত ক্ষেত-খামার ও গুলিস্তান্।
প্রাচীন জাতিরা ইন্ধন আজি সেই লেলিহান যুগ-শিখায়
দীন-ইসলামের আঁচলেও বুঝি সে আগুন এসে লাগিল হায়!
থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান,
এ-আগুন তবে হইবে আবার স্নিগ্ধ-শীতল ফুল-বাগান।

## ২৬

অশ্রু ফেলো না হেরিয়া, হে মালি, দৈন্য তোমার মালঞ্চের,
ফুটিবে কুঁড়িরা তারার মতন, নব-বসন্ত আসিবে ফের।
সব রিক্ততা অবসান হবে—নব-পল্লব-গৌরবে
শহীদী খুনের রং মেখে ফের ফুটিবে গোলাব সৌরভে।
ওই চেয়ে দেখ—প্রভাত-আলোয় রাঙা হয়ে আসে পূব-আকাশ,
নূতন সূর্য উঠিবে এবার—এইত তাহার পূর্বাভাস!

## ২৭

পুরাতন এই সৃষ্টির বাগে ফল খেয়েছে সে অনেক জাত
অনেকে আবার ভোগ করিয়াছে ব্যর্থ আশার তুষার-পাত!
অনেক তরুই রয়েছে হেথায়—শুষ্ক বা কেউ, কেউ সবল,
অনেকে এখনো জন্ম লভেনি, রয়েছে গোপন মাটির তল।
ইস্‌লামের এই বিশাল তরুটি অতুল ধরায় ফল-শোভায়
এ ফল ফলেছে মুমিন মালীর বহু-শতাব্দী কর্ষণায়।

## ২৮

তোমারে বাঁধিতে পারেনিক' কোন স্বদেশ-ভূমির মাটির রূপ,
'মিসর' তোমার 'কিনান্' সমান—দেশকালজয়ী তুমি 'য়ূসুফ্'
ছুটিবে আবার এ নয়া কাফেলা—দাও বাজাইয়া ঘণ্টা তার,
সামান্ তাহার নহে বেশি ভার, ছুটিবে সে দ্রুত মরুর পার।
পিল্‌সুজ্ সম তুমি আছ নীচে, উর্ধ্বে রয়েছে দীপ-শিখা,
সব সংশয় দূর হয়ে যাবে জ্বলিলে তোমার বর্তিকা।

২৯

দুঃখ কিছুই নাহিক তোমার ইরান যদিই হয় বিরান
পিয়ালায় নাহি হয় পরিচয় লাল–শিরাজীর মূল্যমান।
বিজয়ী–গর্বী তুর্কী–তাতার দিয়েছে প্রমাণ এই কথার;
মূর্তি–পূজক যাহারা—তারাই শ্রেষ্ঠ রক্ষী হয় কা'বার !
সত্য–তরীর মাঝি তুমি চির–ঊর্মি–মুখর সমুদ্রের,
নূতন যুগের যুল্‌মাৎ–রাতে ধ্রুবতারা তুমি এ–বিশ্বের !

৩০

বুলগারগণ আসিছে ধাইয়া তুর্কীর পানে—কিসের ভয় ?
গাফিল দিগের হুঁশিয়ারি এযে—যাতে তারা সব সজাগ হয়।
দুঃখ করিছ কেন এ বিপদে ? ভাবিছ কেন এ অকল্যাণ ?
এই ত তোমার আত্ম–শক্তি—বলবীর্যের ইমতিহান্ !
দুষ্‌মন্‌দের যুদ্ধ–অশ্ব আসুক না রণ–হুঙ্কারে,
সত্যের নূর নিভিতে পারে না শত্রুসেনার ফুৎকারে।

৩১

বিশ্বের চোখে আজো রহিয়াছে তোমার স্বরূপ সংগোপন
তোমার বিহনে হবে না খোদার পূর্ণ আত্ম–উন্মোচন।
যুগের জীবন বেঁচে আছে শুধু তোমার লহুর উষ্ণতায়
ভাগ্য–তারকা জ্বলিছে আকাশে তব খেলাফৎ–প্রতীক্ষায় !
এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, ফুরসৎ নাই বিশ্রামের,
পূর্ণ করিয়া জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তৌহিদের।

৩২

কুঁড়ির ভিতরে গন্ধ হইয়া থেকো নাক' আর বন্ধ–দ্বার,
তোমার গন্ধে আমোদিত হোক আবার ধরার বাগবাহার।
বালুকণা হ'য়ে থেকো নাক' আর—বিয়াবান সম হও বিশাল
মৃদু–সমীরণ হউক তোমার ঝঞ্ঝা–তুফান প্রাণ–মাতাল।
তুচ্ছরে আজ করগো উচ্চ—প্রেমে ও পুণ্যে কর মহৎ
মুহম্মদের নামের আলোকে উজ্জ্বল কর সারা–জগৎ।

৩৩

তোমার ফুল না ফুটিলে কেমনে গাবে বুল্‌বুল্‌ তারান্নুম্‌,
কেমনে ফুটিবে, কুসুম-কুঞ্জ পুঞ্জে তাবাস্‌সুম্‌!
তুমি যদি সাকী না হও, না হবে! শারাব-জামও রবে না আর,
তৌহীদ গেলে তুমি কোথা রবে? ভেবেছ কী হবে নতিজা তার?
বিশ্ববীণার তারে তারে আজো ধ্বনিছে এ মহা পূণ্যনাম,
নিখিল সৃষ্টি কম্পিত করি ওঠে মহাবাণী 'দীন-ইস্‌লাম'!

৩৪

আজো ঝঙ্কারি উঠিছে এ-নাম মরু-দিগন্তে গিরি-গুহায়
সাগর-তটিনী কুলুকুলু নাদে আজিও এ-নাম গাহিয়া যায়।
চীন-দেশে, মরু-মোরক্কে এ-নাম উঠিছে আজিও সকাল-শাম,
মুসলমানের ঈমানের তলে গোপন রয়েছে আজো এ-নাম।
কিয়ামৎ তক দেখিবে জগৎ এ নাম-দৃশ্য জ্যোতির্ময়,
মুহম্মদের স্মরণ-মহিমা পূর্ণ হইবে—সে নিশ্চয়।

৩৫

পৃথিবীর কালো আঁখি-তারা সম 'কালো দেশ' ওই আফ্রিকায়
হাজার হাজার বীর-শহীদান যার বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
সূর্যের স্নেহ-পালিতা কন্যা—'হিলালী চাঁদের সেই সে দেশ,
প্রেমিক জনের 'বেলালী দুনিয়া'—বুকভরা যার অশেষ ক্লেশ,
এ নামের বারি পান করি সেই মরুর দেশও স্নিগ্ধ হয়,
নয়ন-জ্যোতিতে সিক্ত হইয়া—আঁখি-তারা যথা শান্ত রয়।

৩৬

জ্ঞান হোক্‌ তব বর্ম,—প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের
ওরে বে-খেয়াল! জানোনা কি—তুমি খলিফা আমার মাখ্‌লুকের?
অগ্নিবাণী—সে তক্‌বীর তব উজল করিবে সারা জাহান,
মুস্‌লিম হ'লে তক্‌বীরই তব হইবে তকদীরের সমান।
মুহম্মদেরে ভালোবাসা যদি ভালোবাসা পাবে তবে আমার,
'লউহ-কলম্‌' লভিবে তোমরা—মাটির পৃথিবী সে কোন্‌ ছার!

---

তদ্‌বীর—প্রচেষ্টা। তকদীর—ভাগ্য, নসীব। 'লউহ-কলম'—ভাগ্য-লেখনী।

46701

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
46701
LAHORE

Lutfur Rahman Farooqui
Lectur r/Resear h Associate
Da'wah Aca emy
Internatio al Isl i Un versity
ISLAMABAD

**চিরায়ত গ্রন্থমালা**

এবং

**চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা**

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
**বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র**
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি '**চিরায়ত গ্রন্থমাল**
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বি

8U
I

**বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র**